যুগান্তর

বৃহস্পতিবার, ২০ ভাদ্র, ১৪১৫
Thursday, 4 September, 2008

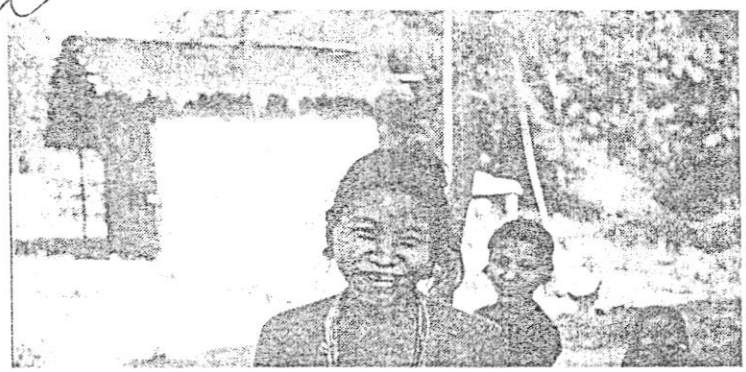

পাহাড়ের সম্ভাবনা কাজে লাগান

বাংলাদেশের আয়তনের শতকরা ৯ ভাগ নিয়ে তিন পার্বত্য জেলার বিস্তৃতি হলেও সেখানে বসবাস করে জনসংখ্যার এক ভাগের কম লোক। আয়তন ও জনসংখ্যা হিসেবে সেখানে প্রাকৃতিক সম্পদের কমতি আছে বলা ঠিক হবে না। সাধারণত পাহাড়ি এলাকায় গ্যাস, তেল ও জ্বালানিসহ অন্যান্য খনিজ সম্পদ থাকার সম্ভাবনা থাকে। স্বাধীনতার পূর্বে ১৯৬৯ সালে খাগড়াছড়িতে সিমুলাং গ্যাস ও তেলক্ষেত্র আবিষ্কার করে পাকিস্তানের ন্যাশনাল অয়েল কোম্পানি। এ এলাকার খনিজ সম্পদের মধ্যে অন্যতম হলো বালি, পাথর ও কয়লা।

পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র পাহাড়ি এলাকায় যেসব খরস্রোতা নদী রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো কর্ণফুলী, সাংগু এবং মাতামুহুরী। গ্যাস ও বিদ্যুতের সুবিধা এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারলে এসব নদীর দু-ধারে বেসরকারিভাবে ছোট বড় অনেক শিল্পকারখানা গড়ে উঠতে পারে। পার্বত্য চট্টগ্রাম খরা ও মরু প্রবণতামুক্ত থাকার কারণে সেখানে শিল্পসহায়ক পরিবেশ বিরাজমান, যা দেশের অনেক এলাকাতেই নেই। খরস্রোতা নদী পথের সুবিধা, বিদ্যুৎসহ সুলভমূল্যে বাঁশ, কাঠ, বেত ও সংশ্লিষ্ট উপকরণ প্রাপ্তির কারণে চন্দ্রঘোনায় পেপার মিল গড়ে উঠেছে। আমেরিকার অর্থায়নে কাপ্তাই লেকে একটি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করা সম্ভব হয়েছে, যার মাধ্যমে একদিকে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, অন্যদিকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা যায়। এই বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বণ্টন করা হয়।

এছাড়া এ এলাকায় ব্যাপকভাবে মৎস্য চাষ করে দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়েও বিদেশে রফতানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় স্থল ও জলপথে যোগাযোগ সুবিধা থাকায় বিভিন্ন ক্ষুদ্র শিল্পকারখানা স্থাপন, মৎস্য চাষ এবং সমান্তরালভাবে পশুপালন, দুগ্ধখামার স্থাপন করে সংশ্লিষ্ট এলাকার উন্নয়নের কথা ভাবা যেতে পারে। টিকচান্দুল, গজারি, সেগুন, বেত, বাঁশসহ বিভিন্ন মূল্যবান গাছের বনায়ন করে আবাসন শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে সরবরাহ করা যেতে পারে। এতে আবাসন শিল্পে অর্থ সাশ্রয় হবে।

পাহাড়ি এলাকার মানুষ সমভূমির মানুষের তুলনায় পরিশ্রমী হওয়া সত্ত্বেও পার্বত্য চট্টগ্রামে বিনিয়োগের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম হওয়ায় এখানে উৎপাদনশীল মানুষের সংখ্যা কম। বিনিয়োগের পরিমাণ কম হওয়ার প্রধান কারণ নিরাপত্তার অভাব। পাকিস্তান আমল থেকে আজ অবধি কোন সরকারই পার্বত্য আদিবাসী সম্প্রদায়কে আপন করতে পারেনি। আঞ্চলিক বৈষম্যের কারণে তারা বরাবরই শিক্ষাসহ অন্যান্য মৌলিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত থেকেছে। এই বঞ্চনা প্রায়ই তাদের বিদ্রোহী করে তুলেছে। বিদ্রোহ দমনে বিগত সরকারগুলো প্রচুর টাকা ব্যয় করেছে কিন্তু সংশ্লিষ্ট এলাকায় উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে তেমন কোন অর্থ ব্যয় করা হয়নি।

তাৎক্ষণিক যা দরকার তা হল, পার্বত্য চট্টগ্রামকে উৎপাদনমুখী করা। এজন্য অবকাঠামোগত উন্নয়নে ব্যাপক রাস্তাঘাট ও নদীপথ তৈরি করতে হবে। গুরুত্বপূর্ণ নদীগুলো খনন করে সারা বছর নৌ-চলাচলের ব্যবস্থা করতে হবে। একই সঙ্গে গ্যাস, বিদ্যুৎ, জ্বালানির ব্যবস্থা করতে হবে এবং বনায়ন সম্প্রসারণ করে প্রকৃতি প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধাগুলো কাজে লাগাতে হবে। শিক্ষা সম্প্রসারণ করে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীকে আঞ্চলিক ভাষাসহ বাংলা, ইংরেজি, কম্পিউটার ও প্রযুক্তি বিদ্যায় দক্ষ ও উৎপাদনমুখী করতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগোষ্ঠী এশিয়ার অন্যান্য দেশের মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভূতদের মতোই মেধাবী ও পরিশ্রমী। তাদের মেধার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে দেশের উন্নয়নে অংশগ্রহণ করানোর জন্য শিক্ষা, চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা বাড়িয়ে আদিবাসীদের মন থেকে বৈষম্যের অনুভূতি দূর করার ব্যবস্থা নিতে হবে। পাহাড়ি জনগোষ্ঠী যখন থেকে আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সংশ্লিষ্ট হবে, যখন তাদের মনে এ বিশ্বাস দৃঢ় হবে যে পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ, তখনই দূর হবে নিরাপত্তাহীনতাজনিত কারণে সৃষ্ট অস্থিরতা। তখন উদ্যোক্তারা এ অঞ্চলের সম্ভাবনাগুলো কাজে লাগানোর জন্য বিনিয়োগে উৎসাহিত হবে।

ড. এম আজিজুর রহমান
চেয়ারম্যান, নর্থ বেঙ্গল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল